যেসব কারণে ম্যাকের চেয়ে পিসি ভালো

লুৎফুন্নেছা রহমান

প্রযুক্তিবিশ্বে পার্সোনাল কমপিউটিং যুগের সূচনালগ্ন থেকেই বাজার দখলকে কেন্দ্র করেই অ্যাপল এবং পিসির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বলা যায়, প্রযুক্তি বাজারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় অ্যাপল ও পিসি। এক সময় মনে হতো সবকিছুই উইন্ডোজের পক্ষে, আবার সবকিছুই ম্যাকের বিপক্ষে। অবশ্য এখন প্রযুক্তিবিশ্ব অনেক বদলে গেছে এবং এ সময়ের সবকিছুই অনেক অনেক বেশি সূক্ষ্ম। আইফোন, আইপ্যাড এবং অন্যান্য স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট বিশ্বে ম্যাক এবং উইন্ডোজ পিসির ওপর ব্যহারকারীদের আস্থা অনেক কমে গেছে। অল্প কী-এর ব্যবহার সম্ভবত এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

একই সাথে পার্সোনাল কমপিউটিং বিশ্বে স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট পিসি নিয়ে এসেছে এক ভিন্নতা। লক্ষণীয়, ম্যাক ও উইন্ডোজ পিসি কখনই অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। বর্তমানে অ্যাপল অবশ্য ইন্টেল প্রসেসর ব্যবহার করছে, যা আগে দেখা যায়নি। সুতরাং উইন্ডোজ পিসি ও ম্যাকের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি এখন তেমন গুরুতপূর্ণ নয়। এ ছাড়া এ বিষয়টি আগে যেমন স্পষ্ট ছিল, এখন তেমন স্পষ্ট নয়। তবে এ কথা সত্য, উইন্ডোজ পিসি ও ম্যাকের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

তবে এখনও অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা ২০১৪ সালে বাজারে কোনটি শ্রেষ্ঠ– ডেস্কটপ নাকি ল্যাপটপ, এমন বিষয়ে অনর্থক তর্ক করতে পছন্দ করেন। এসব ব্যবহারকারীর উদ্দেশে এ লেখার অবতারণা। ম্যাক বা উইন্ডোজ পিসি কোনটি শ্রেষ্ঠ এমন প্রশ্নের জবাবে ব্যবহারকারীর উদ্দেশে নিচে কিছু পরিচিত বা অনুমিত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে, যা হার্ডওয়্যারের আলোকে নয় বরং সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনসংশ্লিষ্ট।

যেসব কারণে ম্যাকের চেয়ে উইন্ডোজ পিসি ও ল্যাপটপ ভালো

ডিভাইসের আলোকে

উইন্ডোজ পিসি অফার করে সত্যিকার অর্থে প্রচুর ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যতা। কমপিউটিংবিশ্বে খুব সাধারণ বাস্তবতা হলো অ্যাপল তার ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করেছে মাত্র পাঁচ ধরনের ওএস এক্স কমপিউটার। দুই ধরনের ল্যাপটপ, ম্যাক মিনি, আইম্যাক অল-ইন-ওয়ান ও ম্যাক প্রো। এগুলোর প্রতিটিই চমৎকার ও আকর্ষণীয় কমপিউটিং পণ্য হিসেবে সমাদৃত এবং বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় চাহিদা সন্তুষ্টির সাথে মেটাতে সক্ষম হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয়, এসব পণ্যের প্রতিটিই ব্যবহারকারীদেরকে সার্বিকভাবে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ম্যাক পিসির তুলনায় যথেষ্ট ব্যয়বহল। অ্যাপলের চেয়ে অনেক কম দামে বিশ্বখ্যাত ডেল, এইচপি, লেনোভা উইন্ডোজ পিসি বা ল্যাপটপ কিনতে পারবেন, যে কারণে অ্যাপলের চেয়ে উইন্ডোজ পিসি বা ল্যাপটপ নিঃসন্দেহে এগিয়ে আছে।

গেমের আলোকে

গেমিংয়ের আলোকে কোনটি সেরা– পিসি না ম্যাক, তা নির্ধারণ করা সত্যিই জটিল। গেম ফ্রাঞ্চাইজে আছে সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো ম্যাকের সাথে কাজ করছে। ম্যাক ইন্টেলে সরে এসেছে বলেই যে ম্যাকের জন্য চাহিদাসম্পন্ন স্থায়ী গেমগুলো রান করবে না তার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। ম্যাক থেকে Steam-এ অ্যাক্সেস করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, এখন হচ্ছে ম্যাক গেমিংয়ের স্বর্ণযুগ।

ফেস ফ্যাক্ট, ম্যাকের ভক্তরা : কোনো মারাত্মক গেমারই অ্যাপলের পাতা ফাঁদে সহসা আবদ্ধ হচ্ছে না। কেননা ম্যাকের তুলনায় উইন্ডোজ পিসির জন্য রয়েছে গেমিং বিশ্বের সবচেয়ে খাপছাড়া এবং খারাপ গেম থেকে শুরু করে সবচেয়ে জটিল ও বড় গেমসহ অসংখ্য গেম। ম্যাকের সাপোর্ট আছে এমন গেম খেলার সুযোগ কমই পাবেন, তবে যেগুলো খেলতে পারবেন, সেগুলোর জন্য গেমারকে কিছু অর্থ খরচ করতে হবে। ম্যাক মিনির খরচে পেতে পারেন এক চমৎকার উইন্ডোজ গেমিং রিগ। তবে অনবোর্ড গ্রাফিক্সসহ ম্যাক মিনি গেম প্লে করার জন্য অপ্রয়োজনীয় হলেও সাধারণ গেমগুলো প্লে করা যাবে।

ম্যাকে গেম প্লে করতে পারবেন, তবে আপনি যদি নিজেকে গেমার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে উইন্ডোজ ঘরানার পিসি বেছে নেয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা সব ধরনের গেমারের জন্য উইন্ডোজ ঘরানার পিসির জন্য রয়েছে ব্যাপক বিস্তৃত অপশন।

সিকিউরিটির আলোকে

সিকিউরিটি প্রসঙ্গে আত্মতৃপ্তি বোধ করবেন। বলা হয়ে থাকে, ওএস এক্স ভাইরাসমুক্ত ও ম্যাক ব্যবহারকারীদেরকে অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রথম স্টেটমেন্টটি স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে সত্য নয় এবং দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটি বিতর্কিত। তবে এ কথা সত্য, ম্যাক কমপিউটার ব্যবহারকারীরা তুলনামূলকভাবে ভাইরাসে আক্রান্ত হন কম। এর আংশিক কারণ হিসেবে বলা যায়, ম্যাক ওএস এক্স ইউনিক্সভিত্তিক সিস্টেম হওয়ায় উইন্ডোজভিত্তিক পিসির চেয়ে ভাইরাস আক্রান্ত হয় কম। আবার এ কথাও সত্য, ম্যাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম হওয়ায় খুব কম হ্যাকার আছেন, যারা হ্যাক করার জন্য ম্যাককে টার্গেট করে এবং হ্যাক করাও কঠিন। অপরাধীরা অপরাধী হয়ে ওঠে না, কেননা তাদের নীতি হলো বৃহৎ ক্ষেত্রে হ্যাক করা।

ম্যাক স্থায়ীভাবে সিকিউরড সিস্টেম নয়। ইদানীং ম্যাকে ম্যালওয়্যার আক্রান্ত হতে দেখা যায়, যেহেতু ম্যাকের মার্কেট শেয়ার বাড়ছে এবং বাড়ছে বড় বড় ব্যবসায়। এ ছাড়া ইদানীংকার আক্রমণ গুলো ভেক্টর ধরনের, যার প্রবণতা টেকনি-ক্যাল এবং সামাজিকও বটে।

সম্ভবত আপনার ব্যাংক ডিটেইলসের জন্য ফিশিংয়ে আক্রান্ত হতে পারেন কিংবা ফেসবুকে কোনো কৌশলপূর্ণ লিঙ্কে ক্লিক করার জন্য প্ররোচিত করে। এসব লিঙ্কে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যার তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। এ কারণে সিকিউরিটি সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যাতে ব্যবহারকারীরা সিকিউরিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করে।

উইন্ডোজ সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত তা বলা যাবে না। উইন্ডোজের প্রায় সব ব্যবহারকারীই জানেন যে এটি উত্তরাধিকার সূত্রে অনিরাপদ।

সফটওয়্যারের আলোকে

উইন্ডোজ সফটওয়্যার উইন্ডোজ গেমের মতো এবং ম্যাকের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। ম্যাক ওএস এক্সে রান করানোর জন্য প্রচুর প্রোগ্রাম রয়েছে। তবে সব প্রোগ্রামের জন্য না হলেও বেশিরভাগ প্রোগ্রামের রয়েছে ম্যাক ভার্সন। এসব সফটওয়্যারের উন্নয়নের মূল পোতাশ্রয় হলো উইন্ডোজ।

এখন ম্যাকের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোডাক্টিভিটি স্যুট কোনটি, এমন প্রশ্নের সহজ-সরল জবাব হলো মাইক্রোসফট অফিস। এ সফটওয়্যার স্যুট নিঃসন্দেহে খুব ভালো ও সহায়ক। তবে এটি উইন্ডোজ ভার্সনের মতো সবসময় আপ টু ডেট থাকে না।

উইন্ডোজ বিশ্ব হলো ফ্রি ও শেয়ারওয়্যারের ভাণ্ডার। সফটওয়্যারগুলো খুব সহজে ডাউনলোড করা যায়। এগুলো দিয়ে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের কাজ করতে পারে। অপরদিকে ম্যাকের ক্ষেত্রে কোনো কিছু ইনস্টল করতে ব্যবহারকারীদেরকে সেটিং পরিবর্তন করতে হয় যেগুলো ম্যাক অনুমোদন করেনি কজ

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com